হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ওয়াকেফে জিন্দেগী

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা প্রয়োজন যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে থাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই তারা যারা সফলকাম হবে।" *(সূরা আলে ইমরান: ১০৫)*

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

অর্থাৎ "মুমিনগণের সবার পক্ষে একযোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। সূতরাং কেন তাদের প্রত্যেক জামাত থেকে একটি করে দল ধর্মের বুৎপত্তি লাভে বের হয় না যাতে তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তাদের সতর্ক করে যেন তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।" *(সূরা তাওবা: ১২২)*

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তা'লা এমন এক দলের উল্লেখ করেছেন যারা ধর্মের তরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। পূণ্যকে প্রতিষ্ঠা করে ও মন্দকর্ম থেকে বারণ করে এবং ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই কোন না কোনভাবে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় খিলাফতের সময় এটি ধারাবাহিকতা পায়। জীবন উৎসর্গের যথারীতি ফরম পূর্ণ করা আরম্ভ হয়ে যায়। ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে জামেয়া আহমদীয়াকে আরো সু-শৃঙ্খল করা হয়, মোবাল্লেগদের দেশের বাইরে পাঠানো শুরু হয়, যারা তবলীগের ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। জীবন উৎসর্গকারীদের ব্যবস্থাপনায় অন্য আরেকটি দলও আছে, কেবল মোবাল্লেগণ নন বরং ডাক্তার, শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও এই ময়দানে সেবা করে যাচ্ছেন।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা তুলে ধরছি, তিনি (আ.) কী ধরণের জীবন উৎসর্গকারী চেয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন,

"আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন যারা কেবল মৌখিক নয় বরং আমলের মাধ্যমে কিছু করে দেখাতে পারে। জ্ঞানের মৌখিক দাবী কোন মূল্য রাখে না।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "আমি এখানে সমস্ত মোবাল্লেগ এবং যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়া আহমদীয়ায় অধ্যায়ন করছেন তাদেরকেও বলতে চাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সব সময় নিজেদের দৃষ্টিতে রাখবেন। সর্বদা আত্ম-বিশ্লেষন করতে থাকুন, আমাদের জ্ঞান ও কাজে মিল আছে কি না। উপদেশ তো দিচ্ছি যে, নামাযে দুর্বলতা পাপ। অথচ নিজেরাই নামাযে দূর্বল। বিশেষত জামেয়া আহমদীয়ার যারা ছাত্র, তাদের মনে রাখা উচিত। কতক কর্মক্ষেত্রে এসে দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকেন, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিৎ আর অন্যান্যদেরতো আমরা বলছি। বিভিন্ন জায়গায় যে অপসংস্কৃতি প্রচিলত রয়েছে যেমন, বিয়ে-শাদিতে অনেক অপসংস্কৃতি দেখা যায় এগুলো বিদআত। যুগখলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা এগুলোর অনুমতি দেয় না এবং ধর্মও এগুলোর অনুমতি দেয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কঠোরভাবে এগুলো নিষেধ করেছেন। তথাপি অনেকেই নিজের সন্তান বা আত্মীয়দের বিয়েতে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেন না অথবা এমন বিয়েতে শামিল হয়ে যান যাতে এই অপসংস্কৃতি হচ্ছে। তারা সেখানে বসে থাকেন, অথচ তাদের বুঝান না এবং উঠেও আসেন না। সুতরাং এমনটি করা সঠিক নয়। স্মরণ রাখবেন! ধর্মের শিক্ষা এ জন্য অর্জন করছেন যেন আমল সম্পাদনকারী আলেম হতে পারেন।"

অত:পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "জীবন উৎসর্গকারীদের এমন হওয়া উচিৎ যে, তারা অহংকার এবং গর্ব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা:৬৮২)*

তাই প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী দৃষ্টিপটে রেখে অহংকার এবং গর্ব থেকে

সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। এর জন্য নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের যখন আত্মবিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন ইনশাআল্লাহ্ একটি পরিবর্তনও সাধিত হবে।

অত:পর তিনি (আ.) জীবন উৎসর্গকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "আমার কিতাব সমূহের অধিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান পূর্ণমার্গে পৌঁছা আবশ্যক।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

এত অধ্যায়ন করুন যেন জ্ঞান পূর্ণ মার্গে পৌঁছে যায়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিতাব সমূহের অধ্যায়ন জামেয়ায় অধ্যয়নরত অবস্থায় এবং কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক আবশ্যক। কেননা এটিই এ যুগে সঠিক ইসলামী শিক্ষার দিকে পথ প্রদর্শন করে।

অত:পর তিনি (আ.) বলেন, **"স্বল্পে তুষ্ট থাকাও একজন মোবাল্লেগ ও মুরুব্বীর জন্য আবশ্যক।"** তিনি (আ.) স্বল্পে তুষ্টির যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে বলেন, **"তারা যদি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বল্পে তুষ্ট না থাকে তাহলে তাকে তবলীগের ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়।"** *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

অর্থাৎ যে স্বল্পে তুষ্ট থাকবে তাকে সেই তবলীগের কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে, জীবন উৎসর্গের কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, "আঁ-হযরত (সা.)-এর সাহাবীগণ এমন স্বল্পে তুষ্ট ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন যে, অনেক সময় কেবল গাছের পাতা খেয়েই তারা দিন অতিবাহিত করতেন।" *(মালফুযাত খন্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ৬৫৮)*

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মা্ওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং আকাঙ্খাকে পূর্ণতা দান করে স্বীয় ফযলে তাঁর জামাতে এমন বুযূর্গ মোবাল্লেগদের দান করেছেন যাদের স্বল্পে তুষ্টি ঈর্ষার যোগ্য ছিল।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমাদের একজন মোবাল্লেগ ছিলেন হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি লাগাতার আঠার বছর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছি আর আল্লাহ্র ফযলে কখনো কারো কাছে হাত পাতিনি। নিজের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। সামান্য ভাতা দিয়ে জীবনধারণ করতাম, কষ্টেই দু'বেলার খাবার জুটত। নিজের প্রত্যেক প্রয়োজনে স্বীয় প্রভুর সমীপে ঝুঁকতাম আর তিনি আমার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। আঠার বৎসর পর যখন আমার ফেরত আসার সময় হলো, তখন আমি অনেক আনন্দিত ছিলাম। সামুদ্রিক জাহাজে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। (তিনি) বলেন, আমার নিকট পুরনো একটি শেরওয়ানি ছিল আর এক-দু জোড়া ধোয়া সেলওয়ার কামিয ছিল, আর কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, আমি সামুদ্রিক জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম, উড়োজাহাজতো কল্পনাই করা যেত না। পথিমধ্যে মনে হল, আমি এতদিন পর দেশে ফিরত যাচ্ছি অথচ আমার নিকট নতুন কোন কাপড়ও নেই যা পরিধান করে আমি রাবওয়াহ্ রেল ষ্টেশনে নামব। সে সময় মোবাল্লেগগণ করাচি এসে সেখান থেকে ট্রেনে রাবওয়াহ্ পৌঁছতেন। আমি এই চিন্তা এবং দোয়ায় রত ছিলাম। (তিনি বলেন), আমার এ ভাবোদয় হল যে, আমার হৃদয়ে এ ধরণের আকাঙ্খাও পোষণ করা ঠিক হয় নি, এটি ওয়াক্ফের রূহ পরিপন্থী। তিনি বলেন, আমি এর কারণে অনেক তওবা এবং ইস্তোগফার করলাম। কয়েকদিন পর জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে থামল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিলাম। আমি এক জন ব্যক্তিকে একটি থলে নিয়ে জাহাজে উঠতে দেখি, তিনি সরাসরি ক্যাপ্টেনের সমীপে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, ক্যাপ্টেন তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন এবং বললেন, তিনি আহমদী আর সেলাইয়ের কাজ করেন। তিনি বলেন, আমি যখন আল ফযলে পড়লাম, 'আপনি আসছেন আর রাস্তায় সিঙ্গাপুর থামবেন তখন আমার আকাঙ্খা হল আমি আপনার নিকট কোন তোহ্ফা উপস্থাপন করি, আমি আপনার ছবি দেখেছিলাম। (শরীরের) উচ্চতার অনুমান ছিল। আমি আপনার জন্য দুই জোড়া কাপড় সেলাই করেছি, একটি শেরওয়ানি আর একটি পাগড়ি তৈরী করেছি। আমি পেশায় একজন দর্জি, তাই ভাবলাম এগুলোই পেশ করতে পারি, আপনি এগুলো গ্রহণ করুন।' হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এটি শুনে আমার চোখে অশ্রু চলে এলো, আমার আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার জন্য আমার খোদা কিভাবে একজন আহমদীকে যাকে আমি চিনি না আর তিনিও আমাকে চেনেন না, তার হৃদয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করলেন। তিনি মুরুব্বী ও মোবাল্লেগদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মোবাল্লেগ যদি কেবল আল্লাহ্র দরবারে অবনত থাকে আর কারো সম্মুখে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে তার জন্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। কেবল মোবাল্লেগদের নয়, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারীদের সাথে এ আচরণ করে থাকেন। আজও আপনারা কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ফযলের এ দৃশ্য অবলোকন করে থাকবেন।"

অত:পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন জীবন উৎসর্গকারীর বরাতে বলেন, "তাঁরা যেন সফরের কাঠিন্য সহ্য করতে পারেন।" *(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮৪, নতুন এডি:)*

সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং কাঠিন্যকে সহ্য করা এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করতে না পারলে একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগী তার মূল লক্ষ্যই অর্জন করতে পারবে না। তাই একজন সফল ওয়াকফে জিন্দেগী হতে হলে সফরের কাঠিন্য সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে।"

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "একজন জীবন উৎসর্গকারীকে নিজের আকাঙ্খার কুরবানী দিতে হয়, কাঠিন্যও অতিক্রম করতে হয়, কষ্টেরও সম্মুখীন হতে হয় আর যেভাবে আমি বলেছি, কতক জায়গায় আজও এ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই এবং দেখেছি। জামা'ত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন-উৎসর্গকারীদের সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করে আর তা করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীতে যেভাবে অর্থনৈতিক দূরবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে গরীব দেশসমূহে যে অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চেষ্টা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির মোকাবেলা করা কঠিন। কিন্তু একজন মুরুব্বী, একজন জীবন-উৎসর্গকারীর সম্মান এতেই নিহিত যে, কারো সম্মুখে সে নিজের সমস্যার কথা প্রকাশ করবে না। যে অশ্রু ঝরাবার রয়েছে তা খোদা তা'লার সামনে ঝরান, তাঁর কাছে চান। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যে উদাহরণ রয়েছে আজও খোদা তা'লার ফযলে জামাতে সে কুরবানীসমূহ বিদ্যমান আছে। তবে কতক অধৈর্যশীলও আছে, যারা ওয়াক্ফ ভঙ্গ করে বসে। অন্যদের দেখে যখন নিজের আকাঙ্খাকে প্রসারিত করা হয় তখন এ অবস্থাই হয়ে থাকে। এতে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। আপনারা অন্যদের দেখে যখন নিজেদের আকাঙ্খাসমূহকে প্রসারিত করবেন তখন হয়তো ওয়াক্ফ ভঙ্গ করবেন নয়তো ঋনী হয়ে যাবেন। সুতরাং নিজের সামর্থ্যের ভিতর থাকাই একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর জন্য উত্তম। এ প্রসঙ্গে আমি জীবন-উৎসর্গকারীগণের স্ত্রীদেরকেও এটি বলব, তারাও যেন নিজেদের মাঝে স্বল্পতুষ্টির অভ্যাস গড়েন, নিজের স্বামীদের কাছে যেন এমন কোন দাবী না করেন, যা পূর্ণ হবে না, আর জীবন উৎসর্গকারীকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেবে। সুতরাং যে মহান কাজ এবং মহান চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বিশেষ করে মোবাল্লেগ, মুরুব্বীগণ নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্ত্রীদের উচিত তারাও যেন তার সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হয়।"

একজন মোবাল্লেগ এবং মুরুব্বীর সর্বদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সামনে রাখা উচিত, তিনি (আ.) মাদ্রাসা আহমদীয়ার গোড়াপত্তনের সময় বলেন, "এ মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হোক, এ থেকে এমন আলেম এবং জীবন উৎসর্গকারী ছেলেরা বেরিয়ে আসুক যারা পার্থিব চাকুরী এবং উদ্দেশ্যকে ছেড়ে ধর্মের সেবাকে অবলম্বন করবে। যারা আরবী এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পিপাসী হবে।" *(মলফুযাত ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৮, নতুন এডি)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণের তৌফিক দান করুন। আমিন।

হে মুহাম্মদ (সা.) তোমার প্রেম ও ভালোবাসার টানে আমার দেহ তোমার পানে উড়ে যেতে চায়। হায় আমার যদি উড়ার শক্তি থাকতো!

-মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,
প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)